জেলা নদী রক্ষা কমিটির আগষ্ট/২০১৯ মাসের সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোহাম্মদ জাকির হোসেন
জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ২৫ আগষ্ট,২০১৯খ্রি.
সময় : বেলা ১০.৪০ মি:

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট ''ক"
অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট "খ"

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অত:পর সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরকারী জমি/নদ-নদী দখল ও দূষণের অপসংস্কৃতিকে প্রতিহত করে নদ-নদী রক্ষা, মৃত ও মৃতপ্রায় নদী উদ্ধার করে আবার বহমান করার মাধ্যমে পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা নদী কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে তিনি নদ-নদী রক্ষায় সকলকে উদ্যোগী হতে আহবান জানান। অত:পর সভায় নিম্নলিখিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

১। নদী সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
নদী সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা যেমন নদী ড্রেজিং, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদি তৈরীর ক্ষেত্রে যে কোন সমীক্ষা (স্টাডি) এর প্রয়োজনে বুয়েট এবং অন্যান্য যোগ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হচ্ছে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী,পাউবো জানান। সভাপতি এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	এ জাতীয় সমীক্ষা কার্যক্রমে পরামর্শ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড,জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) জয়পুরহাট

২। নদীর প্রবাহ সচল রাখা

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন যে, নদী সহ নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে নদীর উৎস মুখ ও পতিত মুখ যাতে কোনভাবেই বন্ধ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার এবং প্রয়োজনে ড্রেজিং করা দরকার। সভাপতি বলেন যে, নদীর কোন স্থানেই কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। এ বিষয়ে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।	ক) নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে নদীর উৎসমুখ ও পতিত মুখে ড্রেজিং করতে হবে এবং নদীর কোন স্থানেই কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। খ) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জয়পুরহাট ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল) জয়পুরহাট

৩। নদীর সীমানা চিহিত করে পিলার স্থাপনঃ

সভাপতি বলেন, ভরাট হওয়া নদীর জমি কোনভাবেই বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না । কোন অবৈধ বসতি/স্থাপনা থাকলে তা অপসারণ করতে হবে এবং নদীর সীমানা পিলার বসাতে হবে। C.S ম্যাপ ও রেকর্ড অনুযায়ী নদীর জমি রক্ষা করতে হবে । হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক R.S রেকর্ডিয় নদী শ্রেনীর জমি অবৈধ দখলে থাকলে দখলমুক্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) C.S ম্যাপ ও R.S ম্যাপ অনুযায়ী নদীর সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে। খ) নদীর কোন জমি বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না গ) নদীর জমি উদ্ধারে প্রয়োজনে উচ্ছেদ মামলা করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার(ভূমি) সদর. জয়পুরহাট

৪। নদী থেকে বালু উত্তোলনঃ

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় বলেন যে, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে জয়পুরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছোট যমুনা নদীর ড্রেজিং করলে নদীর গতি বাড়বে। সভাপতি বলেন যে, যে সব জায়গায় বালু উত্তোলনের জন্য ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে সে সব জায়গায় ভাঙ্গন প্রতিরোধে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।	ক) নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনতে ড্রেজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) যে সব জায়গায় বালু উত্তোলনের জন্য ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে সে সব জায়গায় ভাঙ্গন প্রতিরোধে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী,পানি উন্নয়ন বোর্ড,জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ,জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট

৫। নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণঃ

সভাপতি বলেন, নদীর দুই তীর ভরাট করে ছোট ব্রীজ নির্মাণ করা যাবে না এবং নদীর নাব্যতা রক্ষায় ফ্লাড লেভেল ঠিক রেখে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে । প্রয়োজনে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিয়ে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে ।	ক) নদীর দুই তীর ভরাট করে এসে ছোট ব্রীজ নির্মাণ করা যাবে না । খ) নদীর নাব্যতা রক্ষায় ফ্লাড লেভেল ঠিক রেখে ব্যাঙ্ক টু ব্যাঙ্ক ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে । পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিয়ে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে ।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি /সড়ক ও জনপথ বিভাগ জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট

৬। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুতঃ

সভাপতি বলেন, নদী রক্ষায় নদীর সীমানায় সকল অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং অবৈধদখলদারকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ কেস সৃজন করে অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে । আক্কেলপুর উপজেলার ছোট যমুনা নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখলদার উচ্ছেদসহ সকল অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে।	ক) নদীর সীমানায় স্থাপিত সকল ধরণের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে । খ) নদীর সীমানায় সকল অবৈধ দখলদারদের প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী UNO ও (ACL) দের সাথে সমন্বয় করে বাপাউবো অবৈধ দখলদারকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার জন্য নোটিশ করবেন। আক্কেলপুর উপজেলার ছোট যমনা নদীর তীরবর্তী অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য কেস নথি সৃজন করে সকল অবৈধ দখলদারদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড,জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট

৭। নদীর জায়গা ইজারা প্রদানঃ

সভাপতি বলেন, নদীর কোন জায়গা কোনভাবেই যাতে ইজারা প্রদান না করা হয় এবং ইজারা দেয়া থাকলে তা অতিসত্বর বাতিল করার বিষয়ে আলোচনা হয় ।	ক) নদীর কোন জায়গা ইজারা প্রদান করা যাবে না । খ) যদি ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে তবে তা অতিসত্বর বাতিল করত হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল),জয়পুরহাট

৮। জনসচেতনতা সৃষ্টিঃ

সভাপতি বলেন, নদী রক্ষায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে । নদীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে উচ্ছেদসহ ইতিবাচক কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং কোনভাবেই জটিলতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে ।	ক) নদী স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে উচ্ছেদসহ সকল ইতিবাচক কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে । খ) নদী রক্ষায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২) নির্বাহী প্রকৌশলী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,জয়পুরহাট